শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘটক বিরচিত

বিধবা বিবাহ বিধায়ক কুলপঞ্জিকার

কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যুত্তর

কলিকাতানগরে পৌনর্ভবব্যভঞ্জকযন্ত্রে

মুদ্রাঙ্কিত

বঙ্গাব্দ ১২৬১।

৺ ঈশ্বরচন্দ্র বি[illegible]সাগর কুলা[illegible]
[illegible]শয নিজ প্রকাশি[illegible] কুলপঞ্জিকার[illegible]
মপৃষ্ঠে মঙ্গলাচরণ ক[illegible]যাছে[illegible] যে "অনেকেই স্বীয় স্বীয় বিধবা কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতির পুনর্ব্বার বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন,,। অত্র প্রভৃতি শব্দে বুঝি মাত্রাদি গ্রহণ করিযা থাকিবেন। এতাদৃশ অস্বর্গ্য লোকবিদ্বিষ্ট কর্ম্মে ইতরলোক ব্যতিরেক কোন ধর্ম্মভীরু ভদ্রসন্তান উদ্যত হইতে পারেণ না। ইহার প্রমাণ নানা দিগ্দেশীয শত শত হস্তাক্ষরিত এবং মুদ্রাঙ্কিত পত্রাবলী দ্বারা প্রকাশিত হইযাছে॥

তৎপশ্চাৎ বিদ্যাসাগর লিখিযাছেন "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রীয কি না এই বিষযে ইতিপূর্ব্বে এতদ্দেশীয কতিপয প্রধান পণ্ডিতের বিচার হইযাছিল। বস্তুতঃ উল্লেখিত বিচার দ্বারা উপস্থিত বিষযের কিছুমাত্র মীমাংসা হয নাই,,। এই লিপি দ্বারা বোধ হয এবিষয বিদ্যাসাগরের চক্ষুকর্ণের অগোচর। কারণ উক্ত বিচারে বিধবাবিবাহ অসিদ্ধ স্থির হইযাছিল কিন্তু তৎকালীন কৌশলক্রমে যে

ব্যবস্থাপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার উভয়পক্ষে জিগীষাপূর্ব্বক হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত পুস্তকার পঞ্চমপৃষ্ঠে বিদ্যাসাগর পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায় লিখিত চারিযুগের চারি মুনিকৃত চারি ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞাপক বচন উদ্ধৃত করিয়া ষষ্ঠপৃষ্ঠে স্বয়ং লিখিয়াছেন যে "ভগবান্ পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম মাত্র নিরূপণ করিয়াছেন,,। ইহা যদি যথার্থ হয় তবে বিদ্যাসাগরকে দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্র অর্দ্ধশীরি প্রভৃতি শূদ্রান্ন ভোজন করিতে হইবে, কারণ পরাশর ঐ সংহিতার ১১ অধ্যায়ে কহিয়াছেন। যথা।

দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ্ধশীরিণঃ। এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

ফলতঃ পরাশরাদি চারিঋষি চারিযুগের প্রথম ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা এই নিবন্ধকারের ব্যাখ্যা। তাঁহাদিগের গ্রন্থে চারিযুগেরই ধর্ম্ম নিরূপণ আছে। অতএব পরাশর কেবল ক-

স্বধর্ম্ম নির্ণয় করেন নাই মন্বাদি সংহিতার ন্যায় চারিযুগেরই ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। যথা পারাশরীয়ে ১ অধ্যায়ে পত্রে।

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং
গ্রাম মুৎসৃজেৎ। দ্বাপরে কুল-
মেকন্তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে॥
কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতা-
যাঞ্চৈব দর্শনাৎ। দ্বাপরে চা-
ন্নমাদায কলৌ পততি কর্ম্মণা
॥ ইত্যাদি॥

এবং ঐ ষষ্ঠপৃষ্ঠের শেষে বিদ্যাসাগর স্বয়ং টিপ্পনী করিযাছেন যে "যথাক্রমে মনু গোতম শঙ্খলিখিত ও পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রই সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের শাস্ত্র। ঐ ঐ যুগে ঐ ঐ শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের যে যে অংশ ঐ ঐ প্রধান শাস্ত্রের অবিরোধী তাহা ঐ ঐ যুগে গ্রাহ্য,,। এই উক্তি শাস্ত্র ও যুক্তি সিদ্ধ নহে কারণ মানবধর্ম্ম সর্ব্বযুগে সকলঋষি প্রাধান্যরূপে প্রামাণ্য করিয়াছেন এবং মন্বর্থ বিপরীত যে স্মৃতি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

অতএব বৃহস্পতি কহিয়াছেন। যথা।

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং মনোঃ স্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥

বেদের অর্থ নিবন্ধকর্তৃত্বপ্রযুক্ত মনুস্মৃতির প্রধানত্ব। অতএব মনুর তাৎপর্য্যের বিপরীত যে স্মৃতি সে প্রশস্ত নহে॥

যদি বিদ্যাসাগর বলেন এই বচন পারাশরের নহে অতএব কলিযুগে অমান্য, তবে পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপত্রের বচন শ্রবণকরুন। যথা।

ন কশ্চিদ্বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ। তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

যেমন বেদের রচনাকর্ত্তা কেহ নাই বেদের স্মরণকর্ত্তা প্রতিকল্পান্তরে ব্রহ্মা। তেমনি প্রতি কল্পান্তরে মনু ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াথাকেন॥

এতদ্ভিন্ন পরাশর সংহিতার ৬। ৭। ১১। ১২ অধ্যায়ে ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমনু বাক্যের অনেক প্রমাণ ধৃত হইয়াছে অতএব মনু-

স্মৃতিঃ কলিযুগেও প্রামাণ্যা এবং অগ্রগণ্যা ॥

কথিত কুলপঞ্জিকার নবমপৃষ্ঠে পরাশর সংহিতার চতুর্থাধ্যাযের অব্যবহিত পূর্ব্বরচন সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তিন বচন উদ্ধৃত করিযা দশমপৃষ্ঠে বিদ্যাসাগর লিখিযাছেন যে "পরাশর কলিযুগে বিধবাদের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, প্রথম বিবাহ দ্বিতীয ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয সহগমন,, । এই ব্যাখ্যা বিদ্যাসাগরের স্বকপোল কল্পিতা যেহেতুক পরাশর বিধবাদিগের প্রতি তিন বিধি প্রদান করেণ নাই তথাপি প্রথমবিধি যে বিবাহ বলিযা কল্পনা করিযাছেন তাহা পরাশর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উত্থাপন করিযাছেন অর্থাৎ যে রূপ আটপ্রকার আপদে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্ত্বে কনিষ্ঠভ্রাতার বিবাহের বিধি আছে সেই রূপ পাঁচপ্রকার আপদে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহেরও যুগান্তরে অনুজ্ঞা আছে এই পরাশর মুনির তাৎপর্য্য । ইহার প্রমাণ পরাশরভাষ্যে মহামহোপাধ্যায মাধবাচার্য্য যাহা ব্যাখ্যা করিযাছেন তাহা অবিকল নিম্নে লিখিতেছি। আর দ্বিতীয ও তৃতীয বিধি

যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য এবং বিষ্ণু-সূত্রেতেও আছে। যথা।

মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বা-
রোহণম্বা।

ইহার অর্থ। ভর্ত্তা মরিলে ব্রহ্মচর্য্য কিম্বা তাহার চিতারোহণ করিবে॥

এবং পরাশর ঐ বিধিদ্বয়ের ফল লিখিয়াছেন বিধবাবিবাহ বিধেয় হইলে তাহার ফল অবশ্য লিখিতেন এবং ভাষ্যকারও তাহার ব্যাখ্যা করিতেন॥

ভাষ্যং যথা। পরিবেদনে প্রত্যবায়ং প্রায়শ্চিত্তঞ্চ প্রদর্শ্য ইদানীং বিষয়বিশেষে তদপবাদং দর্শয়তি।

কুব্জ বামন ষণ্ডেষু গদ্গদেষু
জড়েষু চ। জাত্যন্ধে বধিরে
মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে॥

কুব্জঃ পৃষ্ঠভাগে মাংসাদিবিশেষেণাত্যন্তবিকৃতদেহঃ। বামনো ঽতিহ্রস্বদেহঃ। ষণ্ডো নপুংসকঃ। গদ্গদো জিহ্বাদিদোষেণ সহসা বক্তুমশক্যঃ। জড়ো ঽক্ষমঃ কার্য্যেষ্বপ্রবৃত্তঃ। জাত্যন্ধাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ। এবম্বিধস্য জ্যেষ্ঠস্য

বিবাহাযোগ্যত্বাৎ কনিষ্ঠস্য বিবাহে ঽপি নাস্তি পরিবেদনে দোষঃ। এতচ্চ পুত্রকন্যা দেশান্তরগমনাদীনা মপ্যুপলক্ষণং॥

কুব্জাদি দোষ রহিতেষ্বপি ভিন্নোদরেষু পরিবেদন মভ্যনুজানাতি।

পিতৃব্যপুত্রঃ সাপত্ন্যঃ পরনা-
রীসুত স্তথা। দারাগ্নিহোত্র
সংযোগে ন দোষঃ পরিবে-
দনে॥

পিতৃব্যপুত্র সাপত্ন্যৌ প্রসিদ্ধৌ। পরনারী সুতো দত্তকঃ ক্রীতাদিঃ। এতেষু জ্যেষ্ঠেষ্বস্থিতেষু কনিষ্ঠস্য বিবাহাধানযো র্নাস্তি প্রত্যবায়ঃ॥

কুব্জাদিদোষ রহিতেষ্বেকোদরেষু পর্য্যাধানে বিশেষ মাহ।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং
নৈব কারয়েৎ। অনুজ্ঞাতস্তু
কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥

কারয়েৎ কুর্য্যাৎ। অনুজ্ঞাতঃ কনিষ্ঠো জ্যেষ্ঠাৎ পূর্ব্ব মাধানং কুর্য্যাৎ। জ্যেষ্ঠভ্রাতু-

কুব্জঃ কুব্জঃ

বৎ পিত্রাগ্যনুজ্ঞাতস্য পুত্রস্য পর্য্যাধান প্রাপ্তৌ চতুর্ব্বিংশতি মতেন নিষিধ্যতে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত্বননুজ্ঞাতঃ কুর্য্যাদগ্নি পরিগ্রহং। অনুজ্ঞাতোপি সন্ পিত্রা নাদধ্যাদ্মনু রব্রবীৎ॥ অগ্নিহোত্রাধিকারো হস্তি শঙ্খস্য বচনং যথা। ইতি॥ উশনাপি। পিতা পিতামহো যস্য অগ্রজো বাথ কস্যচিৎ। তপো হগ্নিহোত্র মন্ত্রেষু ন দোষঃ পরিবেদনে॥ ইতি। তৎপিত্রাদীনাং বাধির্য্যাদিনা প্রতিবন্ধে সতি দ্রষ্টব্যং॥

পরিবেদন পর্য্যাধানযো রিব স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শযতি।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে হথ
পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু
নারীণাং পতিরন্যো বিধীযতে॥

নষ্টো দেশান্তরগমনেনাপরিজ্ঞাতবৃত্তান্তঃ। অযঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তর বিষযঃ। তথাচাদিপুরাণং। উঢাযাঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা। কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজাযাং কমণ্ডলুং॥ ইতি॥

পুনরুদ্বাহ মকৃত্বা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে

শ্রেয়ো ২ভিধায় দর্শয়তি।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যং
ব্রতে স্থিতা। সা মৃতা লভতে
স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

চতুর্থপাদেন স্মৃত্যন্তর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মচারিগতি দৃষ্টান্ততা। সাচ মনুনা দর্শিতা। অনেকানি সহস্রাণি কৌমার ব্রহ্মচারিণাং। দিবং গতানি বিপ্রাণা মকৃত্বা কুলসন্ততিং॥ ইত্যুক্ত্বা।

ব্রহ্মচর্য্যাদপ্যধিকং ফলং অনুগমনে দর্শয়তি।

তিস্রঃ কোট্যো ২র্দ্ধকোটী চ
যানি রোমাণি মানবে। তাবৎ
কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যা-
নুগচ্ছতি॥ ইতি॥

তাবৎকালং তাবৎসহস্র সংবৎসর মিত্যাদি॥

এই সমুদায় ভাষ্যের অনুবাদ বাহুল্যভয়ে নাকরিয়া কেবল প্রক্রান্ত শ্লোকের টীকার ভাষার্থ সর্ব্বজন জ্ঞাপনার্থ লিখিতেছি॥

পরিবেদন এবং পর্য্যাধানের ন্যায়

অর্থাৎ কুব্জ বামন নপুংসক গদ্গদস্বর জড় জাত্যন্ধ বধির মূক প্রব্রজিত দেশান্তরগত এইপ্রকার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্ত্তমানে কনিষ্ঠভ্রাতা বিবাহ ও অগ্নিহোত্র করিতে পারে বিধি আছে, সেইপ্রকার নষ্ট মৃত প্রব্রজিত ক্লীব অথবা পতিত পতি হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহেরও প্রসঙ্গক্রমে কোনকালে অনুজ্ঞা দেখাইতেছেন ॥

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে
চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বা-
পৎসু নারীণাং পতিরন্যো বি-
ধীযতে ॥

নষ্টে কি দেশান্তরগমনদ্বারা যাহার সংবাদ নাপাওযাযায। এই পুনর্ব্বিবাহ যুগান্তর বিষয। অর্থাৎ কলিযুগে নহে। যেহেতুক আদিপুরাণে কহিযাছেন। বিবাহিতাকন্যার পুনর্বার বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্য্যাগ্রহণ, ও কমণ্ডলুধারণ এই পাঁচ কলিযুগে করিবেনা। ইতি ॥

এবং পরাশর স্বযং বৃহৎপরাশরসংহিতার পঞ্চমাধ্যাযে বক্ষ্যমাণবচনে পুনর্ব্বিবাহিতা

বিধবাদির দোষাবধারণ করিয়াছেন ই- হাতে পরাশরমতে বিধবা বিবাহের বিধি কল্পনা প্রতারণা মাত্র ॥

অন্য দত্তা তু যা নারী পুনর- ন্যায দীযতে। তস্যা অপি ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা॥ উপপতেঃ সুতো য- শ্চ যশ্চৈব দিধিস্থূপতিঃ। প- রপূর্ব্বাপতি র্জাতাঃ বর্জ্জ্যাঃ স- র্ব্বে প্রযত্নতঃ॥ ইত্যাদি॥

যে স্ত্রী অন্যকে দত্তা হইযাছে তাহাকে পু- নর্ব্বার অন্যকে দানকরিলে তাহার অন্ন অ- ভক্ষণীয যেহেতু সে পুনর্ভূঃ অর্থাৎ পুনর্ব্বা- র বিবাহিতা কথিতা হইযাছে॥

যে উপপতির পুত্রঃ এবং যে দুইবার বিবা- হিতস্ত্রীর পতিঃ এবং তাহার ঔরসজাতস- ন্তান ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্যকর্ম্মে যত্ন- পূর্ব্বক বর্জ্জনীয॥

আর পরাশরাদি সকলঋষিগণেরমান্যও প্রতিকল্পীয ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক ভগবান্ মনু নিজ সংহিতার পঞ্চম ও নবম অধ্যাযে বিধ-

বার বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। যথা ॥

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূল
ফলৈঃ শুভৈঃ। নতু নামাপি
গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পর-
স্য তু॥ নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু
নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বে-
দনং পুনঃ॥ অযং দ্বিজৈ র্হি
বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণা মপি প্রোক্তো বেণে
রাজ্যং প্রশাসতি॥

পতির মরণ হইলে ইচ্ছামত পবিত্র পুষ্প মূ-
ল ফল দ্বারা অল্পাহার করিয়া শরীর ক্ষীণ
করিবে। ব্যভিচার বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম-
ও উচ্চারণ করিবেনা॥

অর্য্যমণং নুদেবং ইত্যাদি বিবাহ প্র-
যোজনক মন্ত্রে কোন শাখাতে নিযোগ অ-
র্থাৎ বিধবাতে সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত
দেবরাদিকেপ্রেরণ কথিত হয় নাই। এবং বি-
বাহ বিধায়ক শাস্ত্রে অন্যপুরুষের সহিত পু-
নর্ব্বার বিবাহও উক্ত হয় নাই॥

যেহেতুক মনুষ্যদিগের সম্বন্ধে এই পশুধর্ম্ম-ব্যবহার বিদ্বান্ কর্ত্তৃক বিনিন্দিত হইয়াছে। অধার্ম্মিক বেণনামক রাজা তাঁহার রাজ্য-শাসন সময়ে এই পশুধর্ম্মকে মনুষ্যদিগেরো কর্ত্তব্য কহিয়াছেন, অতএব বেণ হইতে প্রবৃত্ত এই আধুনিক ধর্ম্ম নিন্দনীয়। এই কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যার অনুবাদ ॥

অপরঞ্চ পঞ্চমবেদ মহাভারতের আদি-পর্ব্বেতে ইহলোকে স্ত্রীলোকের একপতি মাত্র নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। যথা।

দীর্ঘতমা উবাচ। অদ্যপ্রভৃতি
মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা
। এক এব পতি র্নার্য্যা যাবজ্জী-
বং পরায়ণং॥ ৩১॥ মৃতে জীব-
তি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্ন-
রং। অভিগম্য পরং নারী প-
তিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩২॥

মহর্ষি দীর্ঘতমা কহিতেছেন। আমি অদ্যাবধি লোকেতে মর্য্যাদা স্থাপিতা করিলাম। নারীর কেবল একপতি হইবে যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবে॥

সেই পতি মরিলে কিম্বা জীবিত থাকিলে নারী অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবে না। নারী অন্যপুরুষকে গমন করিলে নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে ৷৷

মহাভারতের টীকাকর্ত্তা মহাপ্রামাণিক অর্জ্জুনমিশ্র যজর্বেদীয তৈত্তিরীয শাখান্তর্গত শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ঐ মর্য্যাদা দৃঢ়তরা করিতেছেন। যথা।

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যযতি তস্মাদেকো দ্বে জাযে বিন্দতে। যন্নৈকাং রশনাং দ্বযে৷ র্যূপযোঃ পরিব্যযতি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দতে৷৷

যেহেতু একস্তম্ভে দুই পশুবন্ধন রজ্জু বেষ্টন করে সেই হেতুক একপুরুষ দুইভার্য্যা বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক পশুবন্ধনরজ্জুতে দুইস্তম্ভ বেষ্টিত করেনা তেমনি এক স্ত্রী দুইপতি বিবাহ করিতে পারেনা ৷৷

এই বলবতী শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বিধবাবিবাহ এককালে অপাস্ত হইল। এবং শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু, শ্রুতিরেব গরীযসী, এই

বচন দ্বারা বিদ্যাসাগর কুলাচার্য্যও এই কুলকার্য্য হইতে নিরস্ত হইলেন॥

যদ্যপি পরাশরভাষ্য, আদিপুরাণ. বৃহৎ-পরাশরসংহিতা, মনুসংহিতা, মহাভারত, ও বেদ, এই সকলের মতে কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ. ও অসিদ্ধ স্থির হইল, তবে যে বিদ্যাসাগর প্রকাশিত কুলপঞ্জিকার ১১।১৩ পৃষ্ঠে সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ পৌনর্ভবকে ঔরসপুত্র গণনা করিযাছেন, এবং ১৪।১৮ পৃষ্ঠে বৃহন্নারদীয ও আদিত্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিযা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য বিরুদ্ধ যে অর্থ ও তাৎপর্য্য প্রদর্শন করাইযাছেন, এবং ১৯ পৃষ্ঠে শাস্ত্রদ্বযের বিরোধাভাবেও স্বযং বিরোধ উপস্থিত করিযা স্বমত পোষণার্থ ব্যাসসংহিতার বচনানুসারে যে মীমাংসা করিযাছেন, এবং ২১ পৃষ্ঠে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রবিহিত বলিযা বশিষ্ঠসূত্রানুযাযী শিষ্টাচারের যে স্থল নির্দ্দেশকরিযাছেন, এই সকলের প্রত্যুত্তর প্রদান নিষ্প্রযোজন। যথা শিরো নাস্তি শিরঃপীড়া॥

উপর্য্যুক্ত ত্রযোদশপৃষ্ঠে বিদ্যাসাগর লি-

খিযাছেন, পরাশরসংহিতাতে পৌনর্ভব শব্দই নাই, এই প্রযোগ দ্বারা ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি প্রযুক্ত পরাশরসংহিতাতে বিধবাবিবাহের বিধিই নাই, এই বিদ্যাসাগরের স্বীকারকরা হইযাছে, কারণ মনু স্বীয সংহিতার নবমাধ্যাযে ১৭৫ শ্লোকে পৌনর্ভবপুত্রের লক্ষণ করিযাছেন। যথা।

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা
বা স্বযেচ্ছযা। উৎপাদযেৎ
পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥

ইহার অর্থ কুল্লূকভট্ট করিযাছেন। যে স্ত্রী স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইযা আপন ইচ্ছাতে অন্যের পুনর্ব্বার পত্নী হইযা যে পুত্রকে উৎপাদন করে সে পুত্র উৎপাদকের পৌনর্ভব পুত্র কথিত হয॥

এই পৌনর্ভব শব্দের ব্যুৎপত্তি পুনর্ভূর সন্তান। পুনর্ভূ শব্দের অর্থ যে স্ত্রী বিধবা হইযা পুনর্ব্বার বিবাহ করে। অতএব যদ্যপি পুনর্ভূর বিধান পরাশরসংহিতাতে উক্ত হইত তবে পৌনর্ভবশব্দও ঐ সংহিতাতে থাকিত। যে স্থানে পুনর্ভূ নাই সে স্থানে

সুতরাং পৌনর্ভব নাই এই সিদ্ধান্ত কৈমুতিকন্যাযে স্থির হইল ॥

উল্লেখিত কুলপঞ্জিকার ২১ পৃষ্ঠে বিদ্যাসাগর অম্লানবদনে বক্তৃতা করিযাছেন যে "বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ব্যভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিনকুলের কলঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে,,। ইহা যদি বিদ্যাসাগর নিশ্চয জানিযাথাকেন তবে তিনি এইপ্রথা স্বগৃহে প্রচলিতা করিযা নিজ শিষ্যানুচর বর্গকে কেন পথ প্রদর্শন নাকরান্‌। যদ্যপি তাঁহার উক্ত উক্তি সত্য হইত তবে সর্ব্বদেশে সর্ব্ববর্ণে সধবাদিগের মধ্যে এতাদৃশ পাপ ও কলঙ্ক দৃষ্ট ও শ্রুত হইত না। সর্ব্বত্র উত্তম মধ্যমাধম ত্রিবিধ লোক আছে এবং সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক তিনপ্রকার স্বভাবযুক্ত মনুষ্য আছে তত্তৎ স্বভাবানুসারে এবং সদসৎসঙ্গে নর নারীর দোষ গুণ উৎপন্নহয তাহাতে সধবা বিধবা উভযত্র পতিব্রতা ও কুলটা হইযাথাকে। অতএব এক কুকর্ম্মের দৃষ্টান্ত দিযা অন্য দুষ্কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মান

পণ্ডিতের কার্য্য নহে। আর যাহারা জন্মান্তরের পাপে বিধবা হইয়া ইহলোকে যন্ত্রণা ভোগ করে সে পাপ কি তাহাদিগের বিবাহ দিলে খণ্ডিবেক। তথাচ পরাশরসংহিতার ৪ অধ্যায়ে ৪ পত্রে ১ পৃষ্ঠে।

ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং
নোপসর্পতি। সা মৃতা নরকং
যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥
অদুষ্টা পতিতাং ভার্য্যাং যৌব-
নে যঃ পরিত্যজেৎ। সপ্তজন্ম
ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ
পুনঃ॥ দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং
ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে। সা মৃ-
তা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পু-
নঃ পুনঃ॥

যে স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া স্বামীর নিকটে গমন নাকরে। সে মরিয়া পুনঃ পুনঃ নরকে যায় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়॥

যে পুরুষ অদুষ্টা অপতিতা পত্নীকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করে। তাহার সপ্তজন্ম স্ত্রীত্ব হয় এবং পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ সাতজন্ম বৈধব্য হয়॥

দরিদ্র রোগী এবং মূর্খ ভর্ত্তাকে যে স্ত্রী না মানে। সে মরিয়া সর্পী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মে এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়॥

পরিশেষে বিদ্যাসাগর কুলাচার্য্যবর বিনয়পুরঃসর যে, প্রার্থনা করিয়াছেন তদনুসারে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বিষয়ে যাহা তিনি কুলপঞ্জিকাতে লিখিয়াছেন তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোচনা করিয়া দেখিলাম বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া কোনমতে উচিত ও শাস্ত্রবিহিত নহে॥

এইক্ষণে আমারদিগের ঘটক মহাশয়ের উদ্যোগ স্বকৃতভঙ্গ হইল, তথাপি তাঁহাকে জিজ্ঞাস্য এই, যে তাঁহার পরাশর বচনে এক বিধবার বিবাহ এবং চারি সধবার বিবাহ আছে। তাহারদিগের পতির মধ্যে যদি নিরুদ্দেশিতব্যক্তি দেশান্তর হইতে গৃহাগত হয়, প্রব্রজিতব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ হয়, ক্লীবব্যক্তি ঔষধাদি দ্বারা পুংস্ত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং পতিতব্যক্তি কৃতপ্রায়শ্চিত্ত হয়, তবে তাহাদিগের দ্বিরূঢা পত্নী ও পৌনর্ভবপুত্রদিগকে পূর্ব্বাপর উভয় পতি ও পিতার মধ্যে কোন পতি ও পিতাকে সমর্পণ করিবে-

না। এবং যাঁহারা অপেয পান অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্যা গমন ও জবন ম্লেচ্ছাদির অন্নভোজন করেন্ তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণ স্বস্ব পতিকে পতিত বলিযা পরিত্যাগ করিযা যদি অন্যপতি আশ্রয করেন্ তবে ঐ স্বেচ্ছাচারি পতিত পতি দিগের এই আপদুদ্ধারের উপায কি নিশ্চয করিযাছেন ॥

এতদুপক্রমের উপসংহার এই, যদ্যপি কলিযুগে বিধবা বিবাহ পরাশরমুনির সম্মত হইত, তবে পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার, যিনি পূর্ব্বাশ্রমে মাধবাচার্য্য নামক অধিকরণমালাদি মীমাংসা শাস্ত্রকর্ত্তা এবং উত্তরাশ্রমে বিদ্যারণ্য স্বামি সংজ্ঞক পঞ্চদশ্যাদি বেদান্তশাস্ত্রবক্তা, তিনি উক্ত সম্মতির ব্যাখ্যা তাঁহার ভাষ্যতে অবশ্য করিতেন, তাহা নাকরিযা এই পুনর্ব্বিবাহ যুগান্তরবিষয লিখিযা তাহার সাধক বিধবাবিবাহনিষেধক আদিপুরাণের বচন দিযাছেন। আর কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান শক পর্য্যন্ত ৪৯৫৫ বৎসর গত হইযাছে এবং পরাশর সংহিতাও তদবধি প্রচলিতা আছে, যদি বিধবাবেদন ঐ সংহিতামতে এই যুগের ধর্ম্ম

ত, তবে পূর্ব্বতন মহামহোপাধ্যায
এবং প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাট্ ব-
র্গ ঐশ্বর্য্য যাজন ও চলন অবশ্য করিতেন।
এবং পরাশরমুনি স্বযং বৃহৎপরাশরসংহি-
তাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা ও তৎপতিপু-
ত্রকে দেবপিতৃকার্য্যে বর্জ্জন করিযাছেন।
আর চারি বেদের কোন শাখাতে বিধবা
বিবাহের বিধি থাকিলে সকলকল্পের বে-
দার্থবক্তা ভগবান্ মনু ও বেদবিভাগকর্ত্তা
বেদব্যাস এবং পঞ্চমবেদ মহাভারত এই
কর্ম্মের নিষেধ করিতেননা। বিশেষত অজ্জু-
নমিশ্রধৃত শ্রুতিতে পুরুষের অনেকপত্নী বি-
ধান ও স্ত্রীলোকের দুই পতি প্রতিষে-
করিযাছেন। অতএব বিদ্যাসাগর ঘটকে-
বর আপন ঘটকালী প্রণালী চালাইব
নিমিত্তে মিথ্যাবাগাডম্বরিকা কুলপঞ্জি-
ছাপাইযা সর্ব্বত্র প্রেরণ করিযা ভদ্রসমাজে
হাস্যাস্পদ হইযাছেন। এবং শ্রুতি স্মৃ-
পুরাণ ও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ নরকোৎপা
ক ব্যবস্থা প্রদান জন্য পাপের প্রাযশ্চিত্ত
হ হইযাছেন। ইতি ১৭৭৬ শকাব্দীয ম
মাসীয বিদ্যাসাগরসঙ্গমীয দিবসীযং॥ ❋